Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 15, 1432 Bangla, January 29, 2026, Thursday, No. 29, 56th year

H I G H L I G H T S

US Ambassador to Dhaka Brent T Christensen has said that US will not take sides in the upcoming 13th parliamentary elections & the election outcome is solely the decision of the Bangladeshi people. (BBC: 07)

An 'independent' delegation from the US Embassy will travel to Dhaka, Chittagong, Sylhet and Khulna to observe the elections --- said Election Commission Senior Secretary Akhtar Ahmed. (BBC: 08)

Ahead of the elections, 38 platoons of BGB members will be deployed in the capital and three districts surrounding Dhaka to ensure free, fair, impartial and acceptable voting. (Jago FM: 13)

The 9th Land Forces Talks-2026 has concluded successfully with the aim of further strengthening military cooperation between Bangladesh and the United States. (Jago FM: 12)

Analysts fear if firearms and ammunition looted during the July uprising are not recovered before the elections, it could pose a major security risk. (BBC: 03)

Information Adviser Syeda Rizwana Hasan has said India can analyze the upcoming elections, but the country does not have the right to give an opinion. (Jago FM: 12)

India can ask their employees' families to leave at any time but here is no situation in Bangladesh that poses a security risk to Indian officials or their family members. (BBC: 07)

Dhaka, the densely populated capital of Bangladesh, ranked first among the world's most polluted cities on Wednesday morning, recording an Air Quality Index of 267. (DW: 10)

A Dhaka court has showed journalist Anis Alamgir arrested in a case filed by the Anti-Corruption Commission over allegations that he acquired assets beyond his known sources of income. (DW: 10)

The Indian Parliament has paid homage to former PM Begum Khaleda Zia. India says her contribution to strengthening India-Bangladesh relations will always be remembered. (DW: 10)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৫, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২৯, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, নং- ২৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না এবং নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের অধিকার শুধু বাংলাদেশের জনগণের --- বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন । (বিবিসি: ০৭)

নির্বাচনের দিন মার্কিন দূতাবাস থেকে একটি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' প্রতিনিধি দল ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। (বিবিসি: ০৮)

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ভোট নিশ্চিত করতে রাজধানী ও ঢাকার আশেপাশের তিন জেলায় ৩৮ প্লাটুন বিজিবি সদস্যরা মোতায়েন থাকবেন। (জাগো এফএম: ১৩)

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদারের লক্ষ্যে নবম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস-২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। (জাগো এফএম: ১২)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ আসন্ন সংসদ নির্বাচনের আগে উদ্ধার না হলে বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। (বিবিসি: ০৩)

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভারত বিশ্লেষণ করতে পারে, তবে মতামত দেওয়ার অধিকার দেশটি রাখে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। (জাগো এফএম: ১২)

ভারতের কূটনীতিকরা চাইলে তাদের পরিবারকে সরাতেই পারেন, কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশে কোনো শঙ্কা নেই --- বলেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। (বিবিসি: ০৭)

বুধবার বায়ু দূষণের নিরিখে বিশ্বের শহরগুলির মধ্যে শীর্ষে ছিলো ঢাকা; এ সময় বায়ুর মান ছিল ২৭৪। বায়ু দূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার। (ডয়েচে ভেলে: ১০)

ঢাকার একটি আদালত সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে, এর আগে ১৫ জানুয়ারি 'জ্ঞাত আয়বহির্ভূত' সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। (ডয়েচে ভেলে: ১০)

বাংলাদেশের সদ্যপ্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ভারতীয় সংসদ। ভারত বলেছে যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারে তার অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। (ডয়েচে ভেলে: ১০)

বিবিসি

দেড় বছরেও উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া হাজারের বেশি অস্ত্র, নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের যে-সব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়েছিল, দেড় বছরেও সেগুলো পুরোপুরিভাবে উদ্ধার করতে পারেনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এক হাজারেরও বেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুই লাখের বেশি গোলাবারুদের এখনো কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। আসন্ন সংসদ নির্বাচনের আগে এসব অস্ত্রপাতি উদ্ধার না হলে বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। যদিও খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারে গত ১৭ মাসে দফায় দফায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে সেনা-পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী। এমনকি লুণ্ঠিত অস্ত্রের সন্ধান পেতে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কারও ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু এতসব তোড়জোড়ের পরও অস্ত্র উদ্ধারে আশানুরূপ সফলতা পাওয়া যায়নি। হাতবদল হয়ে অনেক অস্ত্র অপরাধীদের কাছে চলে গেছে বলেও জানা যাচ্ছে। "লুট হওয়া অস্ত্রগুলো গত দেড় বছরে পুরোপুরি উদ্ধার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভোটের আগে অস্ত্রগুলো উদ্ধার না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা কঠিন হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামান।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গত দেড় বছরেও পুরোপুরিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পুলিশ বাহিনী। এ অবস্থায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যেই নির্বাচনের আগে একের পর এক গোলাগুলি ও হত্যার ঘটনা ঘটছে, যা ভোটারদেরকে আরও উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে। "এমন পরিস্থিতিতে অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে কীভাবে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, সরকারের উচিত, সেটা ভোটারদের সামনে তুলে ধরা। কারণ নিরাপত্তা ইস্যুতে আশ্বস্ত করা না গেলে তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে আনা কঠিন হয়ে উঠবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম।

কী কী অস্ত্র লুট হয়েছিল, কত উদ্ধার হলো?

জুলাই আন্দোলন চলাকালে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে পুলিশের ওপর সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষোভ জন্ম নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটার পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাড়ে চারশো-এর বেশি থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। একইসঙ্গে, গণভবন থেকে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) অস্ত্রপাতিও লুট হয়। হামলাকারীরা তখন সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আগ্নেয়াস্ত্র এবং সাড়ে ছয় লাখের মতো গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিল পুলিশ। তবে, সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের সময় সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জানান, গণ-অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকৃত সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬১৯টি। সেইসঙ্গে, লুটকারীরা ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪১৮ রাউন্ড গোলাবারুদ নিয়ে গিয়েছিল বলেও জানান তিনি। লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে চায়নিজ রাইফেলসহ বিভিন্ন ধরনের বন্দুক, সাব-মেশিনগান (এসএমজি), লাইট মেশিনগান (এলএমজি), পিস্তল, শটগান, গ্যাসগানসহ আরও নানান ধরনের অস্ত্র ছিল বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। খোয়া যাওয়া এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিশেষ অভিযান শুরু করে সেনা-পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী।

গত দেড় বছরে ২ হাজার ২৫৯টি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান সেনাপ্রধান, যা লুট হওয়া অস্ত্রের প্রায় ৬২ দশমিক চার শতাংশ। এছাড়া, প্রায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ১০০ রাউন্ড উদ্ধার করা হয়েছে, যা লুটকৃত গোলাবারুদের প্রায় ৫২ শতাংশ। বাকি অস্ত্র উদ্ধারে গত জানুয়ারিতে পুরস্কারও ঘোষণা করেছে সরকার। এর মধ্যে এলএমজির সন্ধান দেওয়ার জন্য ৫ লাখ, এসএমজির জন্য দেড় লাখ এবং চায়নিজ রাইফেলের জন্য ১ লাখ টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, পিস্তল ও শটগানের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং প্রতি রাউন্ড গুলির সন্ধানের জন্য ৫০০ টাকা করে দিতে চেয়েছে সরকার।

লুটের অস্ত্র অপরাধীদের হাতে

থানা থেকে পুলিশের যে-সব অস্ত্র ও গুলি লুট হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অনেক অস্ত্র ও গুলি গত দেড় বছরে ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, এমনকি মানুষ হত্যার মতো অপরাধ কাজেও ব্যবহার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে গত বছরের এপ্রিল মাসে চাঁদাবাজির অভিযোগে খুলনা থেকে আটক দুই ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশের ব্যবহৃত দু-টি পিস্তল, একটি শটগান এবং বেশকিছু গুলি উদ্ধার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পুলিশের পক্ষ থেকে তখন জানানো হয়েছিল যে, আটক ব্যক্তিরা লুটের ওইসব অস্ত্র ও গুলি চাঁদাবাজিসহ নানান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে আসছিল। এ ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে চট্টগ্রামে থেকেও লুটের বেশকিছু অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। সেগুলোরও ছিনতাই ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে জানানো হয়। এছাড়া, ২০২৪ সালের নভেম্বরে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় শাহিদা আক্তার নামের এক নারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি এলাকার এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেন থেকে মরদেহ উদ্ধার কর পুলিশ। তদন্তে কর্মকর্তারা জানতে পারেন যে, ঢাকার ওয়ারী থানা থেকে লুট করা পিস্তল দিয়ে হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে। পরে হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে সেই পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। "লুটের যে-সব অস্ত্র সাধারণ অপরাধীদের হাতে পড়েছে, তারাই ছিনতাই-ডাকাতির মতো ঘটনায়

সেগুলো ব্যবহার করছে। কিন্তু আরেকটি বড় উদ্‌বেগের জায়গা হলো, অনেক অস্ত্র হাত বদল হয়ে উগ্র গোষ্ঠীগুলোর কাছেও চলে যেতে পারে। সেটি ঘটে থাকলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়বে," বলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামান।

একই কথা বলছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নুরুল হুদা। "খোয়া যাওয়া অস্ত্র সব সময়ই নিরাপত্তা উদ্‌বেগের কারণ হয়ে থাকে। কারণে সেগুলো কাদের হাতে পড়েছে এবং তারা কী উদ্দেশ্যে সেটার ব্যবহার করতে চাচ্ছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব না," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. হুদা।

নির্বাচন ঘিরে 'বাড়তি উদ্বেগ'

অতীতের নির্বাচনগুলোর তুলনায় এবারের সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি উদ্বেগ রয়েছে বলে জানাচ্ছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। "এই বাড়তি উদ্‌বেগের একটা বড় কারণ হলো পুলিশ বাহিনীর দুর্বল অবস্থান। সাধারণ মানুষ এখনো তাদের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছেন না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে পুলিশের সদস্যরা অনেক জায়গায় হামলা ও হত্যার শিকার হন। এ অবস্থায় একদিকে বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, সেইসঙ্গে পুলিশের সদস্যরাও নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর পুলিশকে মাঠে ফেরানো গেলেও গত দেড় বছরে বাহিনীটি পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। "পুলিশের এই দুর্বল অবস্থানের কারণে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, কিন্তু পুলিশের সদস্যরা সেখানে কতটা শক্ত ভূমিকা পালন করতে পারবেন, সেটি নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে," বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামান।

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৫৯টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবার ৫১টি দল ভোটে অংশ নিচ্ছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না আওয়ামী লীগ। একটা বড় দল হওয়ার পরও নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ায় দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। ফলে তারা নির্বাচন পণ্ড করার চেষ্টা করতে পারেন। এটা এবারের নির্বাচনের আরেকটা বড় ঝুঁকি করতে পারে," বলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম।

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে 'নতুন মাত্রা'

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক অবস্থার মধ্যে লুটের সব অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায় নির্বাচনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। "সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানোর পরও লুটের অস্ত্র ও গুলির বড় একটা অংশ জমা পড়েনি। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, যাদের কাছে অস্ত্রগুলো রয়েছে, তারা সেগুলো ভালো কোনো উদ্দেশ্যে রাখেনি," বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম। "সুযোগ পেলেই তারা অস্ত্রগুলোকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে নির্বাচনের মৌসুমকে তারা সুযোগ হিসেবে দেখতে পারে," যোগ করেন মি. ইসলাম। ইতোমধ্যেই একাধিক প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এর মধ্যে গত ডিসেম্বরে গুলি করে হত্যা করা হয় ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে। "প্রার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে, এমনকি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপরেও হামলার ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে জনগণকে নেতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নুরুল হুদা। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রার্থীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছে অস্ত্র রাখার লাইসেন্স।

"কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যারা লাইসেন্স পাচ্ছেন, তাদের অনেকেই অস্ত্র ঠিকমতো ব্যবহারও করতে জানেন না। ফলে সেটা অন্য কারো হাতে চলে যেতে পারে। সেটার চেয়ে বড় কথা, নির্বাচনের সময় একজন প্রার্থীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার অর্থ হলো প্রতিপক্ষের ওপর তাকে এক ধরনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া। এটাও ভালো কোনো আলামত নয়," বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মি. ইসলাম।

এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের গত দেড় বছরের শাসনামলে একের পর এক গোলাগুলি ও হত্যার ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের হিসাবে, গত ১৭ মাসে গোলাগুলির বিভিন্ন ঘটনায় কমপক্ষে ২২ জন নিহত এবং ১৩৭ জন আহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় নিয়ে ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে বলে জানাচ্ছেন বিশ্লেষকরা। "নির্বাচনের সময়েও যদি মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থেকে যায়, তাহলে তারা ভোটকেন্দ্র যাওয়ার ব্যাপারে কতটা আগ্রহ দেখাবেন, সেটা একটা বড় প্রশ্ন," বলছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম।

সরকার কী বলছে?

থানা থেকে লুট হওয়া এক তৃতীয়াংশেরও বেশি অস্ত্র এবং প্রায় অর্ধেক গোলাবারুদের সন্ধান এখনও পায়নি পুলিশ। এতে নিরাপত্তা প্রশ্নে বাড়তি ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় নির্বাচনের আগেই অস্ত্রগুলো উদ্ধারের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকেও বিবিসি বাংলাকে জানানো হয়েছে যে, লুটের অস্ত্রসহ অবৈধ সকল অস্ত্র উদ্ধারে তারা অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। "কিন্তু নির্বাচনের আর মাত্র অল্প কয়েকদিন বাকি রয়েছে। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, গত দেড় বছরে যে-সব অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি, এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কি সেটা সম্ভব হবে?" বলছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম। তবে উদ্ধার করা না গেলেও নির্বাচনে

অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ রাখা গেলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। "সেক্ষেত্রে অস্ত্রগুলো যেন ব্যবহার হতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করাটা জরুরি। বিশেষ করে, নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে এবং তৎপরতা দেখাতে হবে," বলছিলেন সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা। বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে লুটের অস্ত্র যাতে নির্বাচনকালে ব্যবহার না হয়, সেটি নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে সম্প্রতি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। "যে অস্ত্রগুলি লুট হয়ে গেছে আমাদের থানা থেকে, ওই অস্ত্র কিছু আছে, যা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। বাট (কিন্তু) এই অস্ত্রগুলি ইলেকশনের (নির্বাচনের) সময় এরা ব্যবহার করতে পারবে না। এই প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিতে পারি," গত ১৮ জানুয়ারি রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাকাডেমির এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের বলেন মি. চৌধুরী। এবার নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনা, পুলিশ, বিজিবিসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় নয় লাখ সদস্য মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছে সরকার। "তারা সবাই সতর্ক অবস্থানে থেকে সমন্বিতভাবে কাজ করলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব। কিন্তু কোনো কারণে যদি সেটার ব্যত্যয় ঘটে, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ডিম হামলা, হাতাহাতি, ভাঙচুর; ভোটের মাঠে কথার লড়াই কি সংঘাতে গড়াচ্ছে?

প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে দলের শীর্ষ নেতাদের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য আর বিভিন্ন জেলার তৃণমূল নেতাদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনায় নির্বাচনের আগেই ভোটের মাঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কি না, এমন প্রশ্ন সামনে আসছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন থাকবে, এ নিয়ে বেশ আগে থেকেই উদ্বেগ জানিয়ে আসছিলেন নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে, নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর ক'দিন আগে দুর্বৃত্তের গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর এই শঙ্কা বাড়তি মাত্রা পেয়েছিল। বিভিন্ন জেলার সাংবাদিক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এবং গণমাধ্যমে আসা খবর থেকে জানা যাচ্ছে, অন্তত ১০টি জেলায় নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে ডিম হামলার শিকার হয়েছেন ঢাকা-৮ সংসদীয় আসনের জামায়াত-এনসিপি জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী যা নিয়ে তিনি অভিযোগ তুলেছেন তার প্রতিপক্ষ বিএনপির দিকে। বুধবার শেরপুরে 'নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে' চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে চেয়ার ছোড়াছুড়ি ও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টের জেরে সম্প্রতি সংঘর্ষে জড়ান শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার বিএনপি ও জামায়াত কর্মী-সমর্থকরা। ভোটের প্রচারণায় কথার লড়াই নতুন কিছু নয়। তবে সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে বিভিন্ন পক্ষ থেকে যে আশঙ্কা-সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল, নির্বাচনের মাঠে সেই পরিবেশই তৈরি হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, সংঘাতের শঙ্কাও ততই বাড়ছে কি না এবং শেষ পর্যন্ত ভোট তার প্রভাব পড়বে কি না সেই শঙ্কাও জানাচ্ছেন পর্যবেক্ষক-বিশ্লেষকরা। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতা কিংবা দলীয় প্রার্থীদের হুমকি-ধামকি ও বিশোদগারমূলক বক্তব্য নির্বাচনকে সংঘাতপূর্ণ করে তুলতে পারে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

প্রচারণা ঘিরে সংঘাত-সংঘর্ষ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণ কিংবা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জসহ অন্তত ১০ জেলায় বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব সংঘাতের বেশিরভাগই ঘটেছে বিএনপি এবং জামায়াত-এনসিপি জোটের সমর্থকদের মধ্যে। ঢাকায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে সম্প্রতি ডিম হামলার শিকার হন ঢাকা-৮ সংসদীয় আসনের জামায়াত-এনসিপি জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এই ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী মীর্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। অন্যদিকে জামায়াত-এনসিপি জোটের প্রার্থীর বিরুদ্ধে 'উসকানিমূলক ও অশালীন' বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ এনেছে বিএনপি। সব মিলিয়ে এই আসনে বিএনপি এবং জামায়াত-এনসিপি জোটের প্রার্থীর পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে ভোটের মাঠে উত্তেজনা রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমেও এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী আমবাগান এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বুধবার বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রচারণার সময় স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার এই ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা গেছে। পরদিন দুই পক্ষের মধ্যে আবারও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছে দুই দলই।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানান, মঙ্গলবার নির্বাচনি প্রচারণার সময় মুখোমুখি হয়েছিল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকরা। ওইদিন পুলিশের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা না বাড়লেও পরদিন আবারও সংঘাতে জড়ায় তারা। এদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টের জেরে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকরা। নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাহার মিয়া বিবিসি বাংলাকে জানান, বিএনপি কর্মী গণভোটে 'না' এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন, এমন দাবি করে জামায়াতে ইসলামীর এক নারী কর্মীর ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করেই সংঘাতে জড়াই দুই পক্ষ। মি. বাহার বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এই ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সিরাজগঞ্জ সদর সংসদীয় আসনে। এই ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, সংঘাত যাতে আর না বাড়ে সেজন্য বিবদমান দুই পক্ষের সঙ্গেই প্রশাসন কথা বলেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

এছাড়া, নাটোর-১, লালপুর-বাগাতিপাড়া আসনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচনি ব্যানার পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরা। নড়াইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার অভিযোগ করছেন একজন প্রার্থী। ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় গত রোববার বিএনপি ও জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হন। একই দিনে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন। ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এখনো স্বাভাবিক, তবে শঙ্কা আছে

'আর দোষারোপের রাজনীতিতে ফিরবেন না' নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতারা অতীতে এমন কথা বললেও প্রচারণার শুরু থেকেই একে অন্যকে দোষারোপ এবং ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা। একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচারণায় বাধা, নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, হুমকিসহ নানা অভিযোগ যেমন আনছেন, তেমনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে অতীতের নানা বিষয়ও সামনে আনছেন কেউ কেউ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকেই কথার লড়াইয়ে ছাড় দিচ্ছে না বিএনপি, জামায়াতসহ কোনো দলই। এমন প্রেক্ষাপটে সব দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আরও সহনশীল হতে বলছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও রাজনীতি বিশ্লেষকরা। নির্বাচন কমিশনকেও সতর্ক থাকতে বলছেন তারা। নির্বাচন কমিশনকে যে-কোনো ছোট ঘটনায়ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলছেন নির্বাচন বিশ্লেষক আব্দুল আলীম। তিনি বলছেন, নিরাপত্তা নিয়ে যে শঙ্কা বা নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর মানুষের যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে, সেটিও কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জ। "ছোট ছোট ঘটনাগুলোও কমিশনকে অ্যাড্রেস করতে হবে, যাতে নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের শঙ্কাটা আস্থায় পরিণত হয়," বলেন তিনি। নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সংঘাতমুক্ত রাখতে রাজনৈতিক দলগুলোকেও ভূমিকা রাখার কথা বলছেন মি. আলীম। "ইলেকশন কমিশন একা নির্বাচন করতে পারে না, সম্ভব না। প্রার্থীরা যদি নিয়ম না মানে তখন নির্বাচন কমিশন যদি সবাইকেও মাঠ থেকে বের করে দেয়, লাল কার্ড দেখায় তাহলে তো ইলেকশনই হবে না," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সংযত থাকার পরামর্শ বিশ্লেষকদের। মি. আলীম বলছেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যে উসকানির একটা আবহ আমি পাচ্ছি, তবে এটা পরিহার করা প্রয়োজন।"

প্রচারণা ঘিরে সংঘাত-সংঘর্ষের কিছু ঘটনা ঘটলেও, নির্বাচনের আগে এখন পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আসিফ মোহাম্মদ সাহান। তিনি বলছেন, আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রচারণায় বাধাসহ যে-সব অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে আসছে, সেগুলো নজরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "আক্রমণাত্মক যে সমস্ত প্রচার-প্রচারণ চলছে, সেটি যদি চলতে থাকে এবং ছোটখাটো যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেগুলোতে যদি সরকার কোনো ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করতে না পারে, যদি মনে হয় যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আপনি সহজে পার পেয়ে যাবেন, তাহলে পরিস্থিতি সামনের দিকে অনেক বেশি ভয়াবহ হবে," বলেন মি. সাহান। তবে নতুন ধারার রাজনীতির কথা বললেও ভোটের মাঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে রাজনৈতিক নেতারা আবারও পুরনো ধারাই অনুসরণ করছেন বলে মত এই বিশ্লেষকের। অভ্যুত্থান পরবর্তী এই নির্বাচন নিয়ে অনেক কিছু পরিবর্তনের আশা থাকলেও "ট্রাডিশনালি ২০০১, ২০০৮ কিংবা ১৯৯৬ সালে যেমন হতো, এখনো প্রচারণা তেমনই হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

একটি দল 'দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' এই পুরোনো বয়ান প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে : মাহদী আমিন

"একটি নির্দিষ্ট দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা নতুন করে পতিত ফ্যাসিবাদের মতন করে পুরোনো মিথ্যা ও প্রতারণামূলক 'দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' বয়ান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে" বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল – বিএনপি'র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন। আজ বুধবার বিকেলে গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি কোনো দলের নাম উল্লেখ না করলেও এখানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ জামায়াতের বিভিন্ন নেতা এর আগে বিএনপি'র প্রতি দুর্নীতি, চাঁদাবাজি কিংবা দখল-বাণিজ্যের অভিযোগ তুলেছেন। এদিকে, মাহদী আমিন তার বক্তব্যে দাবি করেছেন,

"এটি জাতীয়ভাবে প্রমাণিত যে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনায় আসার পর দুর্নীতির হার ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি যখন সরকার গঠন করে, তখন একটি আন্তর্জাতিক সূচকে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের স্কোর ছিল শূন্য দশমিক চার, যা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের দুর্নীতির প্রতিফলন।" "পরবর্তী সময়ে বিএনপি'র দুর্নীতির প্রতি জিরো টলারেন্স পলিসি ও সুশাসনের ফলে ধারাবাহিকভাবে এবং ক্রমশ সেটি উন্নতির দিকে যেতে থাকে। সর্বশেষ বিএনপি ২০০৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে চলে যাওয়ার সময় সে স্কোর দুই-এ উন্নীত হয়," যোগ করেন তিনি আরও বলেন, ওই সময়ে "দলটি নিজেই বিএনপি সরকারের অংশ ছিল।" "সরকারের থাকা অবস্থায় তখন এ বিষয়ে তাদের কোনো মন্তব্য শোনা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে তারা নির্বাচনি মাঠে এসে সেই ফ্যাসিবাদী প্রোপাগান্ডার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। এটি রাজনৈতিক দ্বিচারিতা।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

'১১ দলের পক্ষে জনজোয়ার তৈরি হওয়ায় তারা ভয় পাচ্ছে' – বিএনপিকে ইঙ্গিত নাহিদ ইসলামের

"আমরা আশঙ্কা করছি, যে দলের পক্ষ থেকে এগুলো (আক্রমণ) করা হচ্ছে, সামনে তারা এটি আরও বাড়াবে। কারণ জনগণের ওপর তাদের ভরসা কম। যেহেতু ১১ দলের পক্ষে জনজোয়ার তৈরি হয়েছে, সেই জনজোয়ারকে, তাদের প্রতিদন্দ্বীকে তারা ভয় পাচ্ছে। ফলে তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করছে"। আজ বুধবার বিকেলে ঢাকার বাড্ডায় নির্বাচনী প্রচার শেষে বিএনপিকে উদ্দেশ করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। গতকাল হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর যে ডিম নিক্ষেপের, যেটিকে এনসিপি দাবি করছে হামলা বলে, সেটিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ওই ঘটনায় নির্বাচনি পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে। তিনি দাবি করেন, নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় দেশব্যাপী ১১-দলীয় জোটের নারী কর্মীদেরও আক্রমণ করা হচ্ছে। "আর এ ধরনের আক্রমণের ঘটনায় যখন প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয় না, তখন এটিকে আমরা আর লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে পারি না," অভিযোগ করেন এনসিপির এই নেতা। তিনি আরও বলেন, এখন এক ধরনের পেশিশক্তি দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হচ্ছে। "আমরা নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট করছি। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা তাদের বলে আসছি যে এটা চললে একপাক্ষিক নির্বাচন হবে। এখনই না থামানো গেলে নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ আর থাকবে না"।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

ভারতের কূটনীতিকদের পরিবার সরানোর 'কোনো কারণ খুঁজে পাই না': পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভারতের কূটনীতিকরা চাইলে তাদের পরিবারকে সরাতেই পারেন, কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশে "কোনো শঙ্কা নেই। তবে সংকেত যে কী, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," বলেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ বুধবার বিকেলে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি আরও যোগ করেন, "এটা একেবারেই তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তারা তাদের কর্মচারীদের পরিবারকে চলে যেতে বলতেই পারেন যে কোনো সময়। কিন্তু কেন বলেছেন, আমি তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই যে তাদের কর্মকর্তারা, তাদের পরিবার-পরিজন অনেক বিপদে আছে। তেমন কোনো ঘটনা তো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘটেনি।" "তাদের মনে আশঙ্কা হয়তো আছে, অথবা তারা কোনো মেসেজ (বার্তা) দিতে এটা করছেন। তবে আমি আসলে সঠিক কোনো মেসেজ (কারণ) খুঁজে পাচ্ছি না। তারা যদি পরিবার-পরিজন ফেরত নিতে চান, আমাদের তো কিছু করার নেই। নিতেই পারেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটেনি দেশে।" এসময় তিনি অতীতের নির্বাচনকালীন পরিস্থিতির সাথে বর্তমান সময়ের তুলনা টেনে বলেন, "অতীতের নির্বাচনকালীন সময়ের তুলনায় এখন সংঘর্ষ বেশি হচ্ছে, আমার তো সেটা মনে হচ্ছে না। আমার তো মনে হয় না যে এমন কোনো নিরাপত্তা-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে সে জন্য এ পদক্ষেপ নিতে হবে।" নিরাপত্তা নিয়ে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস আগাম উদ্বেগ জানিয়েছিল কি না জানতে চাইলে তিনি 'না' সূচক জবাব দেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না : মার্কিন রাষ্ট্রদূত

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না এবং নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের অধিকার শুধু বাংলাদেশের জনগণের। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকার আগারগাঁওয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে নির্বাচন কমিশন ভবনে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষায় আছেন উল্লেখ করে তিনি আরও জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষ যাদের নির্বাচিত করবে, তাদের সঙ্গেই কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। এসময় তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে তার সাক্ষাতের কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, "তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি আশা করেন নির্বাচনের দিনটি উৎসবমুখর হবে। আমিও তেমনটি আশা করি। আমি আশা করি, নির্বাচনের দিনটি উৎসবমুখর হবে।" ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন আরও

বলেছেন, সিইসি তাকে যেসব তথ্য জানিয়েছেন, তাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। কথা বলার সময় তিনি সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্ন নেননি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

ভোটের দিন মার্কিন দূতাবাস থেকে চার বিভাগে যাবে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' প্রতিনিধি দল

নির্বাচনের দিন মার্কিন দূতাবাস থেকে একটি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' (স্বাধীন) প্রতিনিধি দল ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বুধবার ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের পর প্রেস ব্রিফিংয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না। ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের বক্তব্যের পর ইসি সিনিয়র সচিব ওই ব্রিফিংয়েই ওইসব তথ্য জানান এবং আরও বলেন যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের আচরণবিধি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছাড়াও যাতায়াতের ব্যবস্থা নিয়ে জানতে চেয়েছেন। আখতার আহমেদের বক্তব্য অনুযায়ী, মার্কিন দূতাবাস থেকে যে স্বাধীন প্রতিনিধি দল আসবেন, তারা "আমাদের ফরমাল অবজার্ভার না, এমনিতে ভোটের অবস্থা দেখতে যাবেন। উনারা উনাদের সেনেটে একটা রিপোর্ট করবেন।" এখন তারা "কী করবেন, কীভাবে অবজার্ভ করবেন, এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলি নাই, আমাদের এখতিয়ারও নাই। তবে উনারা ক'জন যাবেন, সেই লিস্ট আমাদের দেবেন। আমরা তখন ফ্যাসিলিটেট (সহায়তা) করবো।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

ফের বেড়েছে স্বর্ণের দাম, ভরিপ্রতি প্রায় দুই লাখ ৭০ হাজার

দেশের বাজারে হলমার্ককৃত ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম এখন ভরিপ্রতি দুই লাখ ৬৯ হাজার ৭৮৮ টাকা, ২১ ক্যারেট স্বর্ণের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই লাখ সাড়ে ৫৭ হাজার টাকা এবং ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের দাম প্রায় দুই লাখ ২১ হাজার টাকা। আর সনাতন স্বর্ণের দাম এখন ভরিপ্রতি প্রায় এক লাখ ৮২ হাজার টাকা। আজ বুধবার সকালে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি'র (বাজুস) স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক সভায় সারা দেশে স্বর্ণের এ নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে, স্বর্ণের পাশাপাশি রুপার দামেও নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এখন ২২ ক্যারেট রুপার দাম ভরি প্রতি সাত হাজার ৭৫৬ টাকা। ২১ ক্যারেট রুপার দাম সাত হাজার ৪০৬ টাকা ও ১৮ ক্যারেটের রূপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ছয় হাজার ৩৫৬ টাকা। সনাতন পদ্ধতির রুপার দামও বাড়িয়ে পাঁচ হাজার ১৪৩ টাকা করা হয়েছে। বাজুজের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত এই বিক্রয় মূল্য বহাল থাকবে এবং সোনা-রূপা বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত পাঁচ শতাংশ ভ্যাট আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

শীত নিয়ে পূর্বাভাসে যা বলছে আবহাওয়া অফিস

ক্যালেন্ডারের পাতায় এখনো শীতকাল দেখালেও ঢাকার বাতাসে শীতের আমেজ খুব একটা নেই। শীত যে আর ফিরবে সেরকম কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাসে। আজ বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী দুই-তিন দিনদিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বরং আগামী পাঁচ দিনে তাপমাত্রা বাড়বে বলেই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। কিছু জায়গায় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে সারাদেশের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তাদের দেশের দায়িত্ব দিতে পারি? – প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের

"এই দলটা ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো।। এই দলটা সেই দল, যারা আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে নাই। যারা আমার দেশেই বিশ্বাস করে না, স্বাধীনতায়ই বিশ্বাস করে না, তার কাছে কি আমি দেশের দায়িত্বটা দিতে পারি? এই কথাগুলো মাথায় রাখবেন," বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলেন বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম। তিনি আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও-১ আসনে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ভোটারদের উদ্দেশে এ কথা বলেন। তিনি সবাইকে "দেখে-শুনে-বুঝে ভোট দেওয়ার" আহ্বান জানিয়েছেন। তাকে আরও বলতে শোনা যায়, "কোনো একটি মার্কায় ভোট দিলে কি বেহেশতে যাওয়া যায়? শুধু দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে বেহেশতে যাওয়া গেলে সবাই-ই তা-ই যাইতো, নামাজ-রোজার দরকার ছিল না।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীর মেয়ের ওপর জামায়াতের কর্মীদের হামলার অভিযোগ

ভোলা-৪ (মনপুরা ও চরফ্যাশন) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী একেএম কামাল হোসেনের মেয়ে মারিয়া কামালের ওপরে দাঁড়িপাল্লার বা জামায়াতের কর্মীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ইসলামী আন্দোলন। আজ বুধবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান। বিজ্ঞপ্তিতে মাহবুবুর রহমানের বরাত দিয়ে ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

আজ সকালে মারিয়া কামালের নেতৃত্বে একটি নারী দল নির্বাচনি প্রচারণা (দাওয়াতি কাজ) করছিলেন। তখন জামায়াতে ইসলামী ও দাঁড়িপাল্লার পক্ষ হয়ে দুইজন তাদের বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে মারিয়া কামালকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। বিষয়টি বড় আকার ধারণ করার আগেই মারিয়া কামাল পরিস্থিতি সামলে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন উল্লেখ করে দলটির তরফ থেকে আরও বলা হয়েছে, "ইসলাম নামধারী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ধরনের আচরণ আমাদের বিস্মিত ও ক্ষুদ্ধ করেছে। আমরা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাবো, অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার করুন।" জামায়াতের উদ্দেশে বলা হয়, "আপনাদের কর্মীরা একজন নারীর গায়ে হাত তোলার সাহস ও শিক্ষা কোথা থেকে পায়? এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। অন্যথায় সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য আপনারাই দায়ী থাকবেন।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

'১৭ বছর ধরে লন্ডনে ছিলেন, আগে বাসের ভেতর থেকে নামুন' – আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূইয়া সরাসরি নাম উল্লেখ না করলেও বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, "তারা নাকি কোন গ্রামে কয়টা পুকুর আছে, এটাও জানে। অথচ কুমিল্লায় ২০০০ সাল থেকে ইপিজেড আছে, সেটা তিনি জানেন না।" "তাদের প্রতি আহ্বান, আপনারা ১৭ বছর ধরে লন্ডনে ছিলেন, আগে বাসের ভেতর থেকে নামুন। বাংলাদেশের অলি-গলি, রাস্তা-ঘাটে একটু হেঁটে দেখেন। বাংলাদেশকে আগে চিনেন। তারপরে আমরা আপনাদের ভরসা করতে পারবো যে আপনারা বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারবেন কি পারবেন না," তিনি যোগ করেন। আজ বুধবার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দেশব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রার অংশ হিসেবে কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায় আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেছেন, "আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অলিগলি থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব। আমরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে নয়, মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে ম্যান্ডেট চাওয়া নেতৃত্ব। আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অংশগ্রহণে শেখ হাসিনার মতো শক্তিশালী ফ্যাসিবাদকে বিতাড়িত করা নেতৃত্ব।" "আমরা তাদের বিভিন্ন ফ্যান্টাসি টক (কথাবার্তা) দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাই না। আমরা মাটি থেকে উঠে এসেছি, আমরা জানি, মাটির মানুষের কী কী সমস্যা আছে এবং সেগুলোর বাস্তববাদী সমাধান কী কী।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

সংঘাত এড়াতে যেকোনো প্রক্রিয়াকে সমর্থন করতে প্রস্তুত তেহরান : সৌদি আরবকে জানিয়েছে ইরান

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সৌদি আরবকে জোর দিয়ে বলেছেন যে তেহরান সংঘাত এড়াতে যেকোনো প্রক্রিয়াকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে যে মঙ্গলবার সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে ফোনে কথোপকথনের সময় পেজেশকিয়ান এই মন্তব্য করেন। এই ফোনালাপটি হয়েছে যখন বিক্ষোভকারীদের উপর তেহরানের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র চাপ বৃদ্ধি করতে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে একটি বিমানবাহী রণতরী আক্রমণ দল পাঠাচ্ছে।ইরানিরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করার এক মাস পূর্ণ হয়েছে বুধবার। প্রাণঘাতী এই বিক্ষোভ দৃশ্যত প্রশমিত হয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে যে ফোনালাপের সময়, পেজেশকিয়ান তার ভাষায় ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক চাপ এবং শত্রুতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। শান্তি, উত্তেজনা হ্রাস এবং সংঘাত প্রতিরোধের দিকে পরিচালিত করা যেকোনো প্রক্রিয়াকে সমর্থনের ক্ষেত্রে পেজেশকিয়ান ইরানের প্রস্তুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন বলে জানা গেছে।আরব সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে যে সৌদি যুবরাজ এর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন তার রাজ্য ইরানের বিরুদ্ধে কোনও সামরিক পদক্ষেপের জন্য তার আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৮.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

ক্রিকেট দলকে না দিলেও শুটিং দলকে ভারতে যাওয়ার অনুমতি

নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে ভারতে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্রিকেট দল পাঠায়নি বাংলাদেশ সরকার। তবে শুটিং দলকে দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান রাইফেল ও পিস্তল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয়ার অনুমতি দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো এ খবর জানিয়েছে। আজ শুটিং দলকে ভারত সফরের জন্য সরকারি আদেশ (জিও) দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আগামী ২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। প্রতিযোগিতাটি ইনডোর এবং সংরক্ষিত এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় বড় কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি থাকবে না বলে মনে করছে সরকার। এ প্রসঙ্গে যুব ও ক্রীড়াসচিব মো. মাহবুব-উল-আলম প্রথম আলোকে বলেন, ''বাংলাদেশ দলে একজন খেলোয়াড় ও একজন কোচ। ছোট দল। তা ছাড়া স্থানীয় আয়োজকেরা আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছে যে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা হবে না। প্রতিযোগিতা হবে ইনডোরে এবং সংরক্ষিত এলাকায়। ফলে নিরাপত্তার সংকট হবে না আশা করা যায়। সব দিক বিবেচনা করেই শুটিং দলকে ভারতের যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সরকার।'' এ সফরে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আছেন দেশের অন্যতম সেরা শুটার রবিউল ইসলাম। তার খেলা ৫ ফেব্রুয়ারি। কোচ হিসেবে আছেন শারমিন আক্তার। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে এবার গ্রেফতার দেখানো হলো দুদকের মামলায়

দেড় মাস আগে ব্যায়ামাগার থেকে জিজ্ঞাবাসাবাদের জন্য ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)-র কার্যালয়ে নেওয়ার পর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার দেখানো হয় তাকে। এবার দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ৩ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩৮ টাকা 'জ্ঞাত আয়বহির্ভূত' সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর তরিকুল ইসলাম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সকালে আনিস আলমগীরকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়। পরে বেলা ১১টার দিকে তাকে হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে, দুই হাতে হাতকড়া লাগিয়ে আদালতে আনা হয়। এ সময় তার সঙ্গে ১৫ থেকে ২০ জন পুলিশ সদস্য ছিলেন। কাঠগড়ায় তোলার আগে হেলমেট, হাতকড়া ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট খুলে রাখা হয়। শুনানি চলাকালে তিনি কাঠগড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের পক্ষ থেকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে শুনানি শুরু হয়। আনিস আলমগীরের পক্ষে আইনজীবী ওকালতনামা গ্রহণ করেন। শুনানি শেষে আদালত তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। পরে তাকে আবার হাজতখানায় নেওয়া হয়। ২৫ জানুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও দুদকের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান এ মামলায় সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। এর আগে ১৫ জানুয়ারি 'জ্ঞাত আয়বহির্ভূত' সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে আনিস আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আনিস আলমগীরের নামে ২৫ লাখ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ এবং ৩ কোটি ৮৪ লাখ ৬৮ হাজার ৭৮৯ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পদসহ মোট ৪ কোটি ৯ লাখ ৬৮ হাজার ৭৮৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় হিসাবে তার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এতে মোট অর্জিত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ২৫ লাখ ৫৮ হাজার ৭৮৯ টাকা। অভিযোগে আরো বলা হয়, আনিস আলমগীরের বৈধ আয়ের উৎস থেকে মোট আয় পাওয়া গেছে ৯৯ লাখ ৯ হাজার ৮৫১ টাকা। এর মধ্যে অতীত সঞ্চয় ৫৪ লাখ ৪৫ হাজার ৮২১ টাকা, টক শো ও কনসালটেন্সি থেকে আয় ১৯ লাখ ৩৯ হাজার ৯৭৭ টাকা, প্লট বিক্রি থেকে ২২ লাখ টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক সুদ বাবদ ৩ লাখ ২৪ হাজার ৫৩ টাকা অন্তর্ভুক্ত। ঘোষিত ও গ্রহণযোগ্য আয়ের তুলনায় তার ৩ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩৮ টাকার সম্পদ বেশি পাওয়া গেছে, যা মোট অর্জিত সম্পদের প্রায় ৭৭ শতাংশ। এ অর্থকে 'জ্ঞাত আয়বহির্ভূত' সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগপত্রে। গত ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডির একটি ব্যায়ামাগার থেকে আনিস আলমগীরকে জিজ্ঞাবাসাবাদের জন্য ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)-র কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরে তাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ১৫ ডিসেম্বর তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে তোলা হয়। ওই দিন আনিস আলমগীরের জামিন আবেদন করা হয়। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দেন। রিমান্ড শেষে ২০ ডিসেম্বর কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। এর পর থেকে তিনি কারাগারে আছেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

ভারতীয় সংসদে খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা, নীরবতা পালন

বাংলাদেশের সদ্যপ্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানালো ভারতীয় সংসদ। বুধবার লোকসভা ও রাজ্যসভায় খালেদা জিয়ার প্রতি শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয়, নীরবতাও পালন করা হয়। বুধবার ছিল সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন। তাই রীতিমাফিক লোকসভা ও রাজ্যসভার যুগ্ম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভাষণ দেন। সেই ভাষণ শেষ হওয়ার আধঘণ্টা পর লোকসভার অধিবেশন বসে। সেখানে খালেদা জিয়া, বিমান দুর্ঘটনায় মৃত মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, সাবেক সদস্য কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, শালিনি পাটিল, ভানুপ্রকাশ মির্ধা, সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম চৌধুরী এবং সুরেশ কালমাদির মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয়। তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে নীরবতা পালন করেন সাংসদরা। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে খালেদা জিয়ার অবদানের কথা চিরদিন স্মরণ করা হবে। রাজ্যসভার অধিবেশনেও খালেদা জিয়া ও অন্য সাবেক সদস্যদের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয়। তার মধ্যে দুই জন হলেন রাজ্যসভার সাবেক সদস্য এল গণেশন ও সুরেশ কালমাদি। এখানেও খালেদা জিয়াসহ অন্য প্রয়াতদের প্রতি সম্মান জানাতে নীরবতা পালন করা হয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বায়ু দূষণে আবার শীর্ষে ঢাকা

বুধবার বায়ু দূষণের নিরিখে আজও বিশ্বের শহরগুলির মধ্যে শীর্ষে আছে ঢাকা। সকাল সোয়া আটটার দিকে মিশরের রাজধানী কায়রোর সঙ্গে একই বায়ুর মান নিয়ে ঢাকা শীর্ষে ছিল। দুই শহরের বায়ুর মান ছিল ২৭৪। বায়ুর এই মান 'খুব অস্বাস্থ্যকর'। তবে ঢাকার চারটি জায়গায় বায়ুর মান তিনশ ছাড়িয়ে গেছে। গত প্রায় চার দিন ধরে টানা বায়ু দূষণে একেবারে উপরের দিকে থাকছে ঢাকা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অসহনীয় বায়ু দূষণে নানা শারীরিক সমস্যায়

পড়ছে নগরবাসী। আগের চেয়ে এসব সমস্যা বেশি অনুভূত হচ্ছে। শ্বাসকষ্টজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৎবাঁধা কিছু কথা আর লোকদেখানো উদ্যোগ ছাড়া এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই করা হয়নি, এমন কথা বিশেষজ্ঞদের। বায়ু দূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার।

বায়ু দূষণের কথা উঠলেই পরিবেশ অধিদপ্তর বা সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, এটা উপমহাদেশীয় বায়ুপ্রবাহের কারণেই হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতের দিল্লি বা পাকিস্তানের লাহোর ও করাচি হয়ে আসা এই বায়ুর কারণেই বাংলাদেশে এত দূষণ। বাংলাদেশের বায়ু দূষণে এই বায়ু প্রবাহের প্রভাবের কথা কেউই অস্বীকার করেন না। কিন্তু এটাকে একমাত্র বা বড় কারণ বলে যেভাবে সরকার দায় এড়ানোর চেষ্টা করে তা অবান্তর বলেই মনে করেন বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার। তিনি বলেন, যদি এই বায়ুপ্রবাহের কারণেই ঢাকায় এত দূষণ হতো তাহলে তো উৎসে অর্থাৎ যেসব অঞ্চল থেকে এ বায়ু আসে সেসব অঞ্চল শীর্ষে থাকত। কিন্তু সেই সুদূর মিশরের কায়রো আজ শীর্ষে থাকে কীভাবে? এভাবে অনেক দিনই হয় যেখানে এসব বড় উৎস বাংলাদেশের অনেক পেছনে থাকে। বায়ুদূষণে বুধবার ঢাকার পরে ছিল দিল্লি। দিল্লিতে বায়ু দূষণের পরিমাপ ছিল ১৮১। ঢাকার তুলনায় অনেকটা ভালো। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

লুটপাটের রাজনীতি চাই না: জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, 'ধোঁকাবাজি, ব্যাংক ডাকাতি কিংবা শেয়ারবাজার লুটপাটের রাজনীতি আমরা করতে চাই না। আমাদের রাজনীতি দেশের মালিক হওয়ার জন্য নয়, দেশের সেবক হওয়ার জন্য।' মঙ্গলবার রাতে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর বাসস্ট্যান্ডে নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। পথসভায় জামায়াতের আমির বলেন, 'দোষারোপ, তোষামদি, ধোঁকা–মিথ্যাবাদী ও ফ্যাসিবাদী কায়দার রাজনীতি থেকে দেশকে বের করে আনতে হবে।' তিনি আরও বলেন, '৫ তারিখের আগপর্যন্ত সবচেয়ে দুঃখকষ্ট পাওয়া দল হলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ৫ তারিখের পর আমরা সকল ধর্ম ও শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, আশ্বস্ত করেছি, সাহস জুগিয়েছি— এ দেশে সবাই সমান, অধিকারও সমান।' সমাবেশে জামায়াতের আমির বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, 'আগামীর প্রজন্মের জন্য হিংসামুক্ত, ঐক্যের বাংলাদেশ গড়তে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জালিমকে কারও দিকে হাত বাড়াতে দেব না।' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জামায়াতের আমিরের সমালোচনায় তারেক

জামায়েতের আমির শফিকুর রহমানের অভিযোগের জবাব দিলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, চার দলীয় জোট সরকার যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে তখন জামায়াতের যে দুই শীর্ষ নেতা মন্ত্রী ছিলেন, তারা কেন পদত্যাগ করেননি? মঙ্গলবার ময়মনসিংহে নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান এ প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ''এই মুহূর্তে একটি রাজনৈতিক দল যেই স্বৈরাচার পালিয়ে গেছে, সেই স্বৈরাচারের মুখের ভাষা ব্যবহার করছে বিএনপির বিরুদ্ধে। ঠিক সেই স্বৈরাচার যেভাবে বলত, তাদেরই ভাষা ব্যবহার করছে বিএনপির বিরুদ্ধে।'' জামায়েতের আমির বিএনপি-র দুর্নীতি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তার নাম না করে তারেক রহমান বলেন, ''যে স্বৈরাচারী দল পালিয়ে গেছে, তাদের মুখের ভাষা ব্যবহার করছে অন্য একটি দল। তারা বলছে, বিএনপি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল। আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাদেরও দুজন সদস্য বিএনপির সরকারে ছিল। বিএনপি যদি অতই খারাপ হয়, তাহলে ওই দুই ব্যক্তি কেন পদত্যাগ করে চলে আসেননি? কারণ, তারা সরকারে ছিলেন এবং ভালো করেই জানতেন যে খালেদা জিয়া কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করছেন।'' এ প্রসঙ্গে বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ''যে দল বিএনপিকে এভাবে দোষারোপ করে, তাদের দুই সদস্যের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সরকারে থাকা প্রমাণ করে যে নিজেরাই নিজেদের মানুষ সম্পর্কে কত বড় মিথ্যে কথা তারা বলছেন।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

নির্বাচিত যে-কোনো সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

ঢাকায় নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেয় না। নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করার অধিকার বাংলাদেশের জনগণের। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনগণ যে সরকার নির্বাচিত করবে, যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গেই কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করে। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল সিইসির সঙ্গে ক্রিস্টেনসেনের প্রথম সাক্ষাৎ। ক্রিস্টেনসেন সাংবাদিকদের বলেন, সিইসির সঙ্গে ভালো বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার যে নীতিমালা, প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়াগুলো গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে সিইসি তাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি । মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে শুনানির সময় তিনি যেমনটি বলেছিলেন, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে তিনি

উচ্ছসিত এবং তিনি এর ফলাফল দেখতে আগ্রহী। গত সপ্তাহে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গে ক্রিস্টেনসেন বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেছিলেন যে নির্বাচন উৎসবমুখর হবে। তিনিও (মার্কিন রাষ্ট্রদূত) একই আশা করেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

এনজিওগুলোর মতো, না রাজনৈতিক সরকারের মতো কাজ করছি বুঝছি না: পরিকল্পনা উপদেষ্টা

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, 'আমরা এনজিওগুলোর মতো না রাজনৈতিক সরকারের মতো কাজ করছি বুঝছি না। এটা কি ধরনের সরকার এখনো নির্দিষ্ট না। সব কিছু মিলে এমন সরকার বাংলাদেশে আগে কখনো আসেনি।' বুধবার রাজধানীর কারওয়ানবাজারে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড মিলনায়তনে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও পরবর্তী সরকারের চ্যালেঞ্জ শিরোনামে সেমিনার ও ইআরএফ শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, প্রশাসনকে আরও দক্ষ হতে হবে, এটা বড় চ্যালেঞ্জ। শিক্ষিত বেকারের সমস্যা। তরুণদের নিরাশা, যুবসমাজের বিপর্যয় হওয়া এতে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন নতুন ভোটার তারাই ভবিষ্যৎ। বর্তমান অন্তবর্তী বা এনজিও সরকার হোক এই সমস্যা একদিনে সমাধান হবে না। এক বছরে সব সমাধান হবে না। আগামী নির্বাচিত সরকারের কাছে অনেক চ্যালেঞ্জ থেকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থান না হলেও ব্যাংকে ধস নামতো, রেমিট্যান্স কমতো ফলে এক সময় সরকার ভেঙে পড়তো। সার্বিকভাবে যদি মনে করি একটা স্থিতিশীল অবস্থায় দাঁড়ানোর লক্ষণ দেখছি, কিন্তু অনেক অনিশ্চয়তাও আছে। তবে ঘুরে দাঁড়ানোর কিছু কিন্তু লক্ষণ আছে। এবার জিডিপি কিছু বাড়ছে। শিল্পের কাঁচা মালের প্রবৃদ্ধি ভালো। বৈদেশিক লেনদেন স্থিতিশীল রয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৮.০১.১০২৬ আসাদ)

সামরিক সহযোগিতা জোরদারে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ল্যান্ড ফোর্সেস টকস

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদারের লক্ষ্যে নবম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস-২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসস্থ সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কনফারেন্স রুমে দুই দিনব্যাপী এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বুধবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের আইএসপিআর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আইএসপিআর জানিয়েছে, বৈঠকটি গত বছরের ৮-১০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নবম ল্যান্ড ফোর্সেস টকসের পরবর্তী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উভয় দেশের সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। বাংলাদেশের পক্ষে ২২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের লে. কর্নেল মোহাম্মদ বদরুল হক। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চার সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডের নিরাপত্তা সহযোগিতা বিভাগের মেজর মাইকেল জেকব ওসটার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৮.০১.১০২৬ আসাদ)

দেশে এসেছে প্রবাসীদের ভোট দেওয়া ২৯৭২৮ পোস্টাল ব্যালট

ক্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রবাসীদের ভোট দেওয়া ২৯ হাজার ৭২৮টি পোস্টাল ব্যালট দেশে এসেছে। বুধবার নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে। এক তথ্য বিবরণীতে ইসি জানিয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে চার লাখ ৯৯ হাজার ৩২৮টি ব্যালট প্রবাসী ভোটাররা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন চার লাখ ৩২ হাজার ৯৮৯ জন ভোটার। সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিসেয়জমা দেওয়া হয়েছে তিন লাখ ৭৯ হাজার ৫৭৯টি ব্যালট। বাংলাদেশে পৌঁছেছে ২৯ হাজার ৭২৮টি ব্যালট। ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে যেসব পোস্টাল ব্যালট পৌঁছাবে কেবল সেগুলো গণনা করবে ইসি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৮.০১.১০২৬ আসাদ)

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়ছে

ক্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট এবং নির্বাচনি প্রচারসহ নানান দিক বিবেচনায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক দফা বাড়াচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। সংশ্লিষ্ট সূত্র বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি রিটার্ন দাখিলের শেষদিন হলেও এক মাস বাড়িয়ে তা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হতে পারে। শিগগির এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেবে এনবিআর। এর আগে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় দুই দফা বাড়ানোর পর ফের সময় বাড়ানোর ইঙ্গিত দেন এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনবিআরের এক কর্মকর্তা জানান, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যস্ততা রয়েছে। তাড়াহুড়া না করে, নিশ্চিন্তে ও নির্ভুলভাবে রিটার্ন দেওয়া ব্যবস্থা করতে আরও এক মাস সময় বাড়ানো হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৮.০১.১০২৬ আসাদ)

ভারত নির্বাচন বিশ্লেষণ করতে পারে, মতামত দেওয়ার অধিকার রাখে না: রিজওয়ানা হাসান

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভারত বিশ্লেষণ করতে পারে, তবে মতামত দেওয়ার অধিকার দেশটি রাখে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এছাড়া পতিত স্বৈরাচার ভোটের পরিবেশ নষ্টের চেষ্টা করলে সরকার

প্রতিহত করতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা এ কথা জানান। রিজওয়ানা হাসান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন। কোনো কোনো জেলায় ডিসিদের গণভোটের পক্ষে সেভাবে প্রচারণায় দেখা যাচ্ছে না- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উপদেষ্টা বলেন, আমরা যা করছি তা হলো, আমরা উপদেষ্টারা দেশের ৬৪ জেলায় গিয়ে বিভিন্ন জেলার যারা সুশীল সমাজের আছেন, শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন, ছাত্র প্রতিনিধি আছেন, যারা ধর্মীয় নেতা আছেন- সবাইকে গণভোটটা কেন হচ্ছে, গণভোটের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো কী- এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন যেহেতু নির্বাচনের প্রচার শুরু হয়ে গেছে, এখন আর আমরা কোনো উপদেষ্টা সেখানে যাচ্ছি না। আমাদের কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে গণভোটের স্বপক্ষে, সেটাই আমরা বিলি করে বেড়াচ্ছি। তিনি বলেন, কিন্তু জেলা প্রশাসকেরা কোথায় প্রচার করছেন, করছেন না... জেলা প্রশাসকেরা প্রচার করবেন হচ্ছে যে ১২ তারিখে সাধারণ ভোটের পাশাপাশি একটা গণভোট হবে। সাধারণ ভোটের পাশাপাশি জনগণ যেন গণভোটে যেতে পারে সে খবরটা জানানো। এর বেশি তো আর তাদের কিছু করার কথা না। (জাগো নিউজ ওয়েবপেজ: ২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে জরুরি পরিস্থিতিতে বিজিবির ডগ স্কোয়াড-হেলিকপ্টার প্রস্তুত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ভোট নিশ্চিত করতে রাজধানী ও ঢাকার আশেপাশের তিন জেলায় ৩৮ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিজিবি সদস্যরা মোতায়েন থাকবেন। এছাড়া যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবির র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম , কুইক রেসপন্স ফোর্স এবং প্রয়োজনে হেলিকপ্টার প্রস্তুত থাকবে। বুধবার দুপুরে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি ৫ ব্যাটালিয়নের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে নির্বাচনকালিন মহড়া শেষে এসব তথ্য জানান বিজিবি ৫ ঢাকা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৈমুর হাসান।তিনি বলেন, ঢাকা সেক্টরের আওতাধীন ঢাকা ব্যাটালিয়ন (৫ বিজিবি) এলাকায় মোট ৩৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পাঁচটি সংসদীয় আসনে ১১ প্লাটুন, সাভার ও ধামরাইয়ের দুইটি আসনে ৬ প্লাটুন, ফরিদপুরের চারটি আসনে ১৩ প্লাটুন এবং মানিকগঞ্জের তিনটি আসনে ৮ প্লাটুন দায়িত্ব পালন করবে। এসব এলাকায় বিজিবির সদস্যরা ১২টি বেইজ ক্যাম্প থেকে নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন করবেন। (জাগো নিউজ ওয়েবপেজ: ২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে রিট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিতের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব এই রিট করেন। বুধবার রিটকারী আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন। এদিকে, পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েবপেজ: ২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

যাদের চাঁদা তোলার মানসিকতা রয়েছে, তারা ফুটপাত দখলমুক্ত করতে চাইবে না: শফিকুর রহমান

যাদের চাঁদা তোলার মানসিকতা রয়েছে, তারা ফুটপাত দখলমুক্ত করতে চাইবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, আপনারা আমাদের দায়িত্ব দিলে সঠিক ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনা হবে। বাস রুট ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে। ঢাকায় মেট্রোরেলের পরিসর আরও বাড়ানো হবে। ফুটপাত দখলমুক্ত করা হবে।বুধবার সকালে নিজ নির্বাচনি এলাকা মিরপুর-১৫ নম্বরে গণসংযোগে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, মনে রাখবেন, যাদের চাঁদা তোলার মানসিকতা রয়েছে, তারা ফুটপাত দখলমুক্ত করতে চাইবে না। জামায়াতে ইসলামীকে আল্লাহ এই অভিশাপ থেকে মুক্ত রেখেছেন। স্থানীয় রাস্তাগুলোর পরিকল্পিত ও টেকসই সংস্কার করা হবে। জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে মিরপুরকে ঢাকার সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা হবে।তিনি বলেন, আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি গভীর দায়িত্ববোধ অনুভব করছি। কারণ মিরপুর শুধু ঢাকার একটি এলাকা নয়, মিরপুর হলো সংগ্রামের প্রতীক, সাহসের প্রতীক, প্রতিবাদের প্রতীক। এই মিরপুর জুলাই বিপ্লবের অন্যতম দুর্গ ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই মিরপুরই আজ অবহেলা, দখলদারি, যানজট, জলাবদ্ধতা, অপরাধ আর অনিরাপদ স্থানে পরিণত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েবপেজ: ২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

পর্যবেক্ষক না পাঠালেও ভোটের খোঁজ-খবর রাখবে যুক্তরাষ্ট্র

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। বৈঠককালে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান তিনি। ক্রিস্টেনসেন জানান, নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষক পাঠাবে না। তবে ভোটের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখবে দেশটি। বুধবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনসহ চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সিইসির ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।নির্বাচনি মাঠে কেউ

বাড়াবাড়ি করছে কি না—বৈঠককালে তা জানতে চেয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। কীভাবে ভোট গণনা করা হবে, কোথায় ফলাফল আসবে, ভোট গণনার সময়সীমা কতো—ইত্যাদি বিষয় জানতে চেয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয়সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক না পাঠালেও নিজ উদ্যোগে অনানুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন বিষয়ে সার্বিক খোঁজ-খবর রাখবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।ইসি সচিব বলেন, তারা আমাদের জানিয়েছেন যে, নির্বাচন উপলক্ষে তাদের কোনো পর্যবেক্ষক দল আসবে না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীন একটি দল আসবে এবং মার্কিন দূতাবাস থেকে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় নিজ উদ্যোগে, নিজেদের মতো করে তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাবেন। তিনি আরও বলেন, এটা আনুষ্ঠানিক কোনো পরিদর্ন নয়। তারা এমনিতেই দেখতে যাবেন ভোটের অবস্থাটা কী। এ বিষয়ে তাদের ইচ্ছাটা আমাদের জানিয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন সাদরে তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

কদমতলীতে গণসংযোগে জামায়াত নেত্রীর মাথায় কোপ

রাজধানীর কদমতলীতে জামায়াতে ইসলামীর এক নেত্রীকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। আহত ওই নেত্রীর নাম কাজী মারিয়া ইসলাম বেবি। তিনি জামায়াতের রুকন। আহত কাজী মারিয়া ইসলাম বেবি জানান, ঢাকা-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীনের প্রচারণার অংশ হিসেবে কদমতলীর ৫২ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ করছিলেন তারা। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি তাদের প্রচারণায় বাধা দেন এবং জয়নুল আবেদীনকে তারা চেনেন না বলে বিভিন্ন কথা বলতে থাকেন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।তিনি আরও বলেন, পরে তারা একটি সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করলে হঠাৎ করে কেউ তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দিয়ে পালিয়ে যায়। হামলাকারীকে তিনি দেখতে পাননি। আহত অবস্থায় এক রিকশাচালক তাকে কাছেই এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তিনি বাসায় ফিরে যান। তার মাথায় চারটি সেলাই পড়ে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানের প্রতি মানুষ আশা দেখতে পাচ্ছেঃ মির্জা ফখরুল

তারেক রহমানের প্রতি মানুষ আশা দেখতে পাচ্ছে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তারেক রহমান যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই লাখ লাখ মানুষ হচ্ছে। মানুষ তার মধ্যে আশা দেখতে পাচ্ছেন। তার মধ্যে নতুন নেতা দেখতে পাচ্ছেন। যে নেতা মানুষকে ভালো কিছু দেওয়ার কথা বলছেন। বুধবার বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের মলানী বাজারে নির্বাচনি পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, 'তারেক রহমান মায়েদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ডসহ ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কথা বলছেন।' তিনি বলেন, ১৫ বছর ভোট নিয়ে গেছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা, পুলিশ ও প্রশাসন। আমরা ভোট দিতে পারিনি। এবার আমরা ভোট দিতে চাই। আমরা এখানে অনেক নির্যাতিত হয়েছি। প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হত্যার মিথ্যা মামলায় ভোগান্তি হয়েছে। আমরা হিন্দু ও মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনেরা এবার ভোট দিতে চাই। আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন।'এখন আমরা একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারছি উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'মিথ্যা মামলার ভোগান্তি নেই। ধানক্ষেতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।' মির্জা ফখরুল বলেন, 'এখন দেশটাতে একটু শান্তি দরকার। আমরা নির্বাচিত হয়ে সরকারে গেলে সবার আগে দেশে শান্তি ফেরাবো।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্ধারিত সময়ে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া শেষ করতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া শেষ করতে মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। রোডম্যাপ অনুসারে হজের সব কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি। বুধবার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ধর্ম উপদেষ্টা এ কথা বলেন। ২৯ জানুয়ারির মধ্যে বাড়ি ভাড়া চুক্তি শেষ করার কথা রয়েছে। এখনো অনেক বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করেনি লিড এজেন্সিগুলো। এ বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বারবার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম উপদেষ্টা জানান, আসন্ন হজে এ দেশের হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে। সব এজেন্সিকে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বাড়ি ভাড়া চুক্তি সইয়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে মদিনা ও মক্কা উভয় স্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হজযাত্রীর বাড়ি ভাড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বাকি হজযাত্রীদের জন্য ডেডলাইনের মধ্যে বাড়ি ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন করতে হজ এজেন্সিসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ আসাদ)

ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবার প্রত্যাহারের কোনো কারণ খুঁজে পাই না : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় মিশন থেকে কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই যে, ভারতীয় কর্মকর্তা বা তা তাদের পরিবার বিপদে আছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের

জবাবে এ কথা বলেন তিনি। ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত কোনো শঙ্কা বা সংকেত আছে কি না, জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, শঙ্কা নেই। আর সংকেত যে কি আমি বুঝতে পারছি না। এটা তাদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। তারা তাদের কর্মচারীদের, পরিবারকে যে কোনো সময় চলে যেতে বলতেই পারে। তিনি বলেছেন, তারা কেন এটা করছেন, তার কোনো কারণ আমি খুঁজেই পাই না। বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই তাদের কর্মকর্তা, পরিবার বিপদে আছে। এ রকম একটি ঘটনাও ঘটেনি। আশঙ্কা তাদের মনে হয়তো আছে অথবা হয়তো তারা কোনো মেসেজ দিতে পারে, হতে পারে। কিন্তু আমি আসলে সঠিক কোনো মেসেজ এটার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কেউ আওয়ামী লীগের দোসর না, সবাই খুব ভালো

নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, এখানে আওয়ামী লীগের দোসর বলতে কিছু নেই। এখানে সবাই খুব ভালো, সৎ অফিসার এবং তারা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল সিলেট নগরীর সুবিদবাজারে পিটিআই সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনের প্রস্তুতি আরও বেশি ভালো। প্রতিটি ভোটিং সেন্টার সুরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে বডি অর্ন ক্যামেরা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহার করা হবে। ডগ স্কোয়াড থাকবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০ জন করে আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ রিহাব)

রক্ত দিয়ে হলেও কমিটমেন্ট রক্ষা করেছি: আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূইয়া বলেছেন, গতানুগতিক ধারায় বিগত সময়ে কথা দিয়ে কথা রাখেনি তাদের মতো হবো না। আমরা ইতিপূর্বেও কথা রেখেছি, আমরা রক্ত দিয়ে হলেও কমিটমেন্ট রক্ষা করেছি। সামনের দিনেও তা অব্যাহত রাখবো। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) নির্বাচনি পথযাত্রা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মুক্ত মঞ্চে সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ বলেন, এবার আরেকটি ব্যালটেও ভোট হবে। সেটা হচ্ছে গণভোট। আমরা মনে করি, এবারের মতো ভবিষ্যতেও যদি আপনারা ভোট দিতে চান, বিগত তিনটি নির্বাচনের মতো ভোট থেকে বঞ্চিত না হতে চান, তাহলে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিন। যদি শেখ হাসিনার মতো ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচার দেখতে না চান, যে আপনাদের সন্তানদের রক্ত ঝরিয়েছে তাহলে গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিন। যদি ঘুষ ছাড়া, মামা দাদা ছাড়া চাকরি পেতে চান তাহলে হ্যাঁ ভোট দিন। যদি ব্যাংকে রাখা নিজের টাকার নিরাপত্তা চান তাহলে হ্যাঁ ভোট দিন। আদালতে ন্যায় বিচার পেতে চান, তাহলে হ্যাঁ ভোট দিন। যদি দুর্নীতি ও অর্থ পাচার বন্ধ করতে চান, তাহলে হ্যাঁ ভোট দিন। তিনি আরও বলেন, আমরা দেখছি একটি দলের নেতারা মা বোনদের বিবস্ত্র করার ঘোষণা দিচ্ছে। যদি তাদের থেকে রক্ষা পেতে চান তাহলে গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিন। যারা আমাদের মা বোনদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হন এবং দুঃসাহস দেখাবে ১১দলীয় জোট দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ রিহাব)

গণভোটের প্রচারে ছয় মন্ত্রণালয় পাচ্ছে ১৪০ কোটি টাকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও একই দিনে গণভোট আয়োজনের প্রস্তুতিতে সরকারের নির্বাচনি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জাতীয় নির্বাচনের জন্য বরাদ্দের সঙ্গে গণভোট আয়োজনের অতিরিক্ত বাজেট যুক্ত হওয়ায় মোট নির্বাচনি ব্যয় ৩ হাজার ১৫০ কোটি টাকার বেশি হয়েছে। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য এক হাজার ৪০০ কোটি, পরিচালনায় এক হাজার ২০০ কোটি এবং অন্যান্য কার্যক্রমে ব্যয় হবে। এছাড়া গণভোটের প্রচারে নির্বাচনি ব্যয় থেকে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা পাচ্ছে ছয় মন্ত্রণালয়। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বাজেট শাখা থেকে এ তথ্য জানা যায়। ইসির বাজেট শাখা থেকে জানা যায়, গণভোটের প্রচারে ছয়টি মন্ত্রণালয় মোট প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ব্যবহার করবে। এর মধ্যে সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ৪৬ কোটি, তথ্য মন্ত্রণালয় ৪ কোটি ৭১ লাখ, ধর্ম মন্ত্রণালয় ৭ কোটি, এলজিইডি ৭২ কোটি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪ কোটি ৫২ লাখ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। চারটি মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বরাদ্দ পেয়েছে। আর সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর অর্থ নেবে। এছাড়া ইসির নিজস্ব জনসংযোগ শাখা গণভোটের প্রচারে ব্যয় করছে ৪ কোটি টাকা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ রিহাব)

আচরণবিধি প্রতিপালনে ইসির উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখছে বিএনপি

বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও দলটির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছেন, নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সাম্প্রতিক উদ্যোগকে বিএনপি ইতিবাচকভাবে দেখছে এবং এ বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে মাহদী আমিন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গতকালের নির্বাচনি সফরে অংশ নেওয়া ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও

উত্তরার নেতা-কর্মী, সমর্থক ও ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, বিপুল জনসমাগমের কারণে সফরসূচিতে কিছুটা বিলম্ব হলেও গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও উৎসবমুখর উপস্থিতি প্রমাণ করে, তারেক রহমান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই জনসমর্থন একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

ZELENSKY CONDEMNS RUSSIAN DRONE STRIKE THAT KILLED 5 ON PASSENGER TRAIN

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has condemned as "terrorism" a Russian drone attack on a crowded passenger train that local officials say killed at least five people and injured several others. More than 200 people were on the train, officials said, when one of the carriages was hit by a drone and two other drones exploded nearby, in Ukraine's north-eastern Kharkiv region on Tuesday. Zelensky said 18 people were in the carriage at the time and there was no "military justification" in targeting civilians. Russia has not commented on the strike, but it has intensified drone and missile attacks on Ukraine's energy and transport infrastructure during the harshest winter in years. (BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

SOUTH KOREA'S EX-FIRST LADY JAILED FOR 20 MONTHS FOR BRIBERY

The wife of South Korea's ousted former president has been sentenced to 20 months in jail for accepting bribes from the controversial Unification Church. However, the court cleared 52-year-old Kim Keon Hee on charges of stock price manipulation and receiving free opinion polls from a political broker before the 2022 presidential election, which her husband Yoon Suk-Yeol won. Yoon has already been sentenced to five years in jail for abusing power and obstructing justice in relation to his failed martial law bid in 2024.
(BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

AMAZON CONFIRMS 16,000 JOB CUTS AFTER ACCIDENTAL EMAIL

US technology giant Amazon has confirmed it will cut 16,000 jobs - hours after it told staff about a new round of global redundancies in an email apparently sent in error. The email, which has been seen by the BBC, was sent late on Tuesday and refers to a swathe of employees in the US, Canada and Costa Rica having been laid off as part of an effort to "strengthen the company." The message was apparently shared by mistake, as it was quickly cancelled. Early on Wednesday, Amazon announced job reductions as part of a plan to "remove bureaucracy" at the firm. (BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

VETERAN INDIAN POLITICIAN AJIT PAWAR DIES IN PLANE CRASH

India's prime minister has led tributes to Ajit Pawar, deputy chief minister of Maharashtra state, who has been killed in a plane crash in the west of the country. Pawar and four others died after the chartered plane they were travelling in crashed at the airport in Baramati - Pawar's constituency - on Wednesday morning. India's civil aviation minister said visibility was poor at the airport at the time of the crash. The aviation regulator has launched an investigation. Prime Minister Narendra Modi called Pawar's death "shocking and saddening" and praised his service to the people of Maharashtra. His funeral will be held on Thursday morning. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis described his death as "an immeasurable loss" and announced three days of mourning in the state.
(BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

RWANDA SEEKS £100M FROM UK OVER AXED ASYLUM DEAL

The Rwandan government is claiming it is owed £100m by the UK over payments due under an asylum agreement cancelled by Prime Minister Sir Keir Starmer. Rwanda has filed an international arbitration case, arguing the UK has breached the terms of the deal to send some asylum seekers to the east African nation. Under the deal, which was signed by the previous Conservative government, the UK agreed to make payments to Rwanda to host asylum seekers who had arrived illegally in Britain. In a statement, Rwanda's government said it had decided to pursue claims in arbitration after facing the UK's "intransigence on these issues". (BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

THREE BROTHERS DIE AFTER FALLING IN FROZEN TEXAS POND

Three young brothers have died in Bonham, north Texas, after falling through ice on a private pond on Monday. Cheyenne Hangaman, the boy's mother, said she tried to rescue them by lifting them out of the water and placing them on the ice, but it kept breaking. "There was three of them and only one of me... that's why I couldn't save them," she told CBS

News, the BBC's US partner. She described her son's, aged six, eight and nine, as full of personality and urged families to "make sure that you hold your kids tight, always tell them that you love them". (BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

TRUMP REITERATES THREAT OF MILITARY ACTION WITH DEMAND FOR IRAN DEAL

President Donald Trump has received the threat that the United States is ready to launch a military attack against Iran as he demanded that Tehran make a deal over its nuclear programme. "A massive Armada is heading to Iran. It is moving quickly, with great power, enthusiasm, and purpose," he said in a lengthy post on his Truth Social platform on Wednesday. The US president added that"hopefully Iran will quickly 'Come to the Table' and negotiate a fair and equitable deal - NO NUCLEAR WEAPONS - one that is good for all parties. Time is running out, it is truly of the essence! As I told Iran once before, MAKE A DEAL!" (BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

ISRAEL'S ATTACKS ON GAZA FERTILITY CLINICS SHATTER DREAMS OF PARENTHOOD

Maysera al-Kafarna, a Palestinian woman in Gaza, sorts through blue baby overalls brought for the child she was supposed to have. But her dreams of motherhood have been dashed by Israel’s genocidal war on Gaza, which ravaged the enclave's healthcare system that saves lives, as well as the fertility centres that plan them. After years of trying, al-Kafarna and her husband turned to in-vitro fertilization (IVF). Their embryos were frozen in a fertility centre, waiting for the war to end, but the clinic was attacked by Israel. Medical officials in Gaza say Israel has destroyed nine out of 19 fertility clinics in the territory.
(BBC News Web Page: 28/01/26, FARUK)

:: The End ::